অশ্লীলতা – ভিন্ন চোখে

অভিজিৎ রায়

www.mukto-mona.com

‘ভিন্নমত’ ওয়েব-সাইটটি নিয়ে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার। প্রথমবার উঠেছিল দিগন্তের একটি লেখা (সম্ভবতঃ ‘হিসেব মেলে না উত্তর পাই না’ এর চতুর্থ পর্ব) নিয়ে। এবারে উঠেছে রুদ্র, উন্মাদ এবং আরো কিছু লেখকদের সাম্প্রতিক কিছু প্রবন্ধ নিয়ে। এ সম্বন্ধে আমার স্বল্প জ্ঞান থেকে কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। আমার বক্তব্যের সাথে হয়ত সবাই একমত হবেন না, তবু আমার বক্তব্য যদি পাঠকদের কিছুটা হলেও চিন্তার খোরাক জোগায়, তবেই এই লেখার সার্থকতা।

প্রথমেই বলে রাখি যে, শ্লীলতা-অশ্লীলতা শব্দ দুটির কোন সঠিক এবং গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। যে ‘অশ্লীলতা’ প্রতিনিয়ত জাতীয় স্বার্থে, তরুন-তরুনী এবং কিশোর-কিশোরীর চরিত্রে আঘাত করছে বলে দাবী করা হচ্ছে তার কি কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে? অশ্লীলতার সংজ্ঞাই বা কি? কোন সাহিত্য বা শিল্পকলা ‘শ্লীল নাকি অশ্লীল’ তা বুঝবার উপায় কি, তার রূপ বা বিচারের মাপকাঠিই বা কি? কে এটি নির্ধারণ করবে, আর কিভাবেই বা করবে?

আসলে সত্যি বলতে কি অশ্লীলতার কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা, পরিচয় বা বিবরন নেই। দেশ বিদেশের বহু স্বনামধন্য শিল্পীর শিল্প কর্ম, সাহিত্যইক দের সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন যুগে ‘অশ্লীলতার অভিযোগে’ কাঠগড়ায় নিয়ে হেনস্তা করা হয়েছে, নিষিদ্ধ বলে ঘোষনা করা হয়েছে। আবার বহু বছর নিষিদ্ধ থাকার পর রাষ্ট্রীয় আদালতই আবার মনে করেছে সেই নিষিদ্ধ ঘোষিত সাহিত্যকর্মটি আসলে মোটেই অশ্লীল নয় - এমন উদাহরনও বিরল নয়। ভারতে সমরেশ মজুমদারের ‘প্রজাপতি’ বইটির নিষিদ্ধকরন আর তারপর আবার তার নিষিদ্ধাদেশ প্রত্যাহারের ব্যাপারটি এমনি একটি উদাহরন। আমার মনে আছে আমি আর আমার বন্ধুরা যখন স্কুলজীবনে কাজী আনোয়ার হোসেনের ‘মাসুদ রানা’ পড়তাম, তখন তা আমাদের বাবা-মাকে জানতে দিতে চাইতাম না। সহজ বাংলায় বললে, লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। কারণ, সেসময় আভিভাবক মহলে মাসুদ রানা অশ্লীল বই হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু যখন বড় হলাম, তখন বুঝলাম, অশ্লীলতা নামে পুরো বিষয়টিই আসলে আপেক্ষিক। D. H Lawrence এর ভাষায় - ‘What is pornography to one man is the laughter or genius to another’ - এ খুবই সত্যি কথা। একদিনকার ঘটনা বলি। হুমায়ূন আজাদের ‘ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল’ তখন সবেমাত্র বাজারে বেরিয়েছে। একটি দৈনিক পত্রিকা তার একটি উপসম্পাদকিয়তে বইটির বেশ কিছু

অংশ উল্লেখ করে অশ্লীলতার অভিযোগ করেছিল। যথারীতি বিষয়টি আমার বন্ধু মহলে আলোচনায় ঝড় তুলল। আমার বাল্যবন্ধু এষণ তো বলেই বসল, 'আমার কাছে কিন্তু বইটি একেবারেই অশ্লীল বলে মনে হয়নি। ডঃ আজাদ যে বিষয়গুলো বইয়ে উল্লেখ করেছেন, তা তো বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এগুলো উল্লেখ করা অশ্লীল হবে কেন?' ঠিক একই ব্যাপার দেখছি আজ ভিন্নমতে। যে লেখকদের সাম্প্রতিক লেখাগুলো নন্দিনীর কাছে বা সেতারা হাসেমের কাছে 'আশ্লীল' বলে মনে হয়েছে, আলমগীরের কাছে কিন্তু তা মোটেও মনে হয় নি। একইভাবে কিছুদিন আগে প্রকাশিত দিগন্তের লেখার একটি বাক্য ফতেমোল্লার কাছে অশ্লীল মনে হলেও অনেকের কাছে আবার তা মনে হয়নি। কারণ একটিই। অশ্লীলতা বিষয়টিই আসলে আপেক্ষিক।

ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। যখন কালী প্রসন্ন সিংহ প্রথম চলতি ভাষায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখেছিলেন, তখন অনেকের কাছেই তা অশ্লীল ঠেকেছিল। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঔপন্যাসিক অশ্লীলতার অভিযোগে বইটিকে নিষিদ্ধ করবার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। কারণ, চলতি ভাষায় লেখা এ বই নাকি পিতা-পুত্র একসাথে বসে পাঠ করার মত নয়! অথচ আজ আমরা জানি চলতি ভাষাই আজ লিখবার জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিনত হয়েছে। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে তা হলে অশ্লীলতার ধারণাও পালটায়। পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেই আজ জেনে অবাক হবেন যে, শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের অনেক কালজয়ী 'নির্দোষ' লেখার বিরুদ্ধেও একসময় অশ্লীলতার গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল। আজ যেমনটি আনা হচ্ছে হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা বা ইমদাদুল হক মিলনদের লেখার ক্ষেত্রে, অথবা আরও ক্ষুদ্র প্রেক্ষাপটে ভিন্নমতে উন্মাদ, রুদ্র বা অন্যান্যদের লেখার ক্ষেত্রে। শফিকুর রহমান তার পার্থিব সমাজ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, '*মনস্তাত্বিক গল্প বা উপন্যাস অশ্লীল বলে যারা ইতোপূর্বে শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করিয়েছিলেন তাদের কি আজ পুনর্জন্ম হয়েছে? না তাঁদের প্রেতাত্মা কারো উপরে ভর করেছে? কিন্তু আমরা জানি যে, অশ্লীল, thirdrate, bastard culture এর স্রষ্টা শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথেরই জয় হয়েছিল। তরুণ যুব-সমাজকে নৈতিক চরিত্র থেকে বিচ্যুত ক'রে বিপথে তথা ধবংসের পথে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ বেশীদিন ধোপে টেকেনি।*'

বাংলাদেশে অনেক অভিভাবকই তাদের প্রথাগত চিন্তাধারায় মনে করেন তসলিমা, মিলন বা হুমায়ূন প্রমুখ জনপ্রিয় লেখকদেরর লেখা নিম্নমান সম্পন্ন এবং অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। অনেকেই তাদের সন্তানদের হাতে এদের লেখা বই তুলে দিতে কুন্ঠিত বোধ করেন। আমার জানাশোনা অনেক ভদ্রসন্তানেরা এসব 'কুরুচিপূর্ণ' বই লুকিয়ে পড়ে থাকে কারণ অভিবাবকরা জেনে ফেললে 'খারাপ মনে করবে'! সনাতন চিন্তাধারার অনেক অভিভাবকই মনে করেন শিশুদের ছোটবেলা থেকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করলে তাদের ছেলেরা বোধ

হয় চরিত্রবান হিসেবে গড়ে উঠবে। ফলে তারা তাদের সন্তানদের হাতে তুলে দেন ধর্মীয় ভাবাবেগ সমৃদ্ধ ‘রুচিশীল’ বই। কিন্তু যে ধর্মগ্রন্থগুলোকে শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনের চাবিকাঠি বলে মনে করা হয় তাদের অনেকগূলিই কিন্তু ঈশ্বর-ভগবান-দেব-দেবী-পয়গম্বরদের অশ্লীল জীবনকাহিনীতে পরিপূর্ণ। হিন্দু পুরান, গ্রীক পুরান, তাওরাতের মত কিতাবেই তথাকথিত ‘অশ্লীলতার’ জলজ্যান্ত উপকরণ রয়েছে। বাংলাদেশের অনেক সচেতন পাঠকই মনে করেন সত্যই যদি অশ্লীলতার অভিযোগে কোন বইকে নিষিদ্ধ করতে হয়, তবে তা হওয়া উচিত মৌলানা গোলাম রহমান রচিত বহুল প্রচারিত ‘মকসুদুল মোমেনীন’। এ প্রসংগে Oscar Wild তার picture of Dorton Gray বইয়ের ভুমিকায় বলেছেন, there was actually nothing as a moral or immoral (obscene) book, books were either well-written or badly written. মানে শ্লীল বা অশ্লীল বই বলে আসলে কিছু নেই - বই হয় সুলিখিত, না হয় কুলিখিত।

অনেক অভিভাবকই আছেন যারা মনে করেন Sex নিয়ে আলোচনা করাটাই আশ্লীল। অথচ সব সমাজবিজ্ঞানীই আজ একমত যে, যৌনতাকে বাদ দিয়ে পরিপূর্ণ জীবন সম্ভব নয়। মানুষের জীবনে ক্ষন্নিবৃত্তি আর আর যৌনবৃত্তিই প্রধান। আমাদের পার্থিব জগৎ তো ইন্দ্রিয়াতীত নয়। অতীন্দ্রিয়তার স্থান এ জগতে বডড কম। অথচ আমাদের সমাজে ইন্দ্রিয়তার চর্চাকেই পাপ মনে করা হয়ে থাকে। অথচ যারা এরকম মনে করেন, তারাও কিন্তু নিজেদের জীবনে Sex কে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশের অভিভাবকদের এ ধরনের আত্ম-প্রবঞ্চনা আর স্ববিরোধিতার কারণে একটি শিশু কোন যথার্থ Sex education নিয়ে কখনই বেড়ে উঠে না। Sex সম্বন্ধে সে অসম্পুর্ণ ধারণা পায় কৈশরে তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে আর কৌতুহল মেটায় নীলক্ষেত থেকে কেনা বা বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করা ‘রসময় গুপ্ত’ জাতীয় ভুল তথ্য সমৃদ্ধ বইগুলো থেকে । যৌনতার ব্যাপারে জাতি হিসেবে আমরা যে কতটা আত্ম-প্রবঞ্চক তার নমুনা পাওয়া যাবে আমাদের (বাংলা বা হিন্দি) সিনেমাগুলো বিশ্লেষন করলে। কাহিনীর প্রয়োজনে আসা প্রেমিক-প্রেমিকার অথবা স্বামী-স্ত্রীর একটি সুন্দর চুম্বন দৃশ্য ‘অশ্লীল’ বলে পরিগনিত হয়, কিন্তু বৃষ্টির জলে সিক্ত-বসনা নারীর অকারণ এবং উত্তেজক লম্ফ-ঝম্ফের দৃশ্য আর কুৎসিত অংগভঙ্গি অবলীলায় সেনসর বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়ে যায়!

পৃথিবীর কোন জায়গায় অশ্লীলতা নেই? আশ্লীলতা খুঁজতে চাইলে সব জায়গাতেই কম-বেশী তা পাওয়া যবে। বার্নাড শ তাই যথার্থই বলেছেন। ‘Obscenity can be found in every book except telephone directory’। আমাদের নিত্য-নৈমন্তিক দিনগুলোতে ঘটে যাওয়া উপকরনকে লিপিবদ্ধ করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। রুদ্র তার লেখায় গাউসিয়া মার্কেটে ভীরের মধ্যে মেয়েদের বুকে হাত দেওয়ার বর্ণনা করেছেন তা এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা। আলমগীর তার শেষ লেখায় এ ব্যাপারে নিজের দেশে আর

দেশের বাইরে তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। বাংলাদেশে এমন কোন মেয়ে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যে তার জীবনের কোন না কোন সময়ে পুরুষদের এ ধরনের নোংরামির স্বীকার হয়নি। শুধু গাউসিয়া কেন, একুশের বইমেলা, বৈশাখী মেলা, কনসার্ট থেকে শুরু করে সর্বত্রই ভীড়-ভাটটার মধ্যে একদল লোক ওৎ পেতে বসে থাকে সহজলভ্য শিকারের আশায়। যারা এগুলো করছে তাদের অনেকেই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেধাবী ছাত্র। বোঝাই যায়, ছোটবেলা থেকে কোন Sex education না পাওয়া আর বিকৃত যৌনাচারের চর্চাই তাদের ধীরে ধীরে এ দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকে এ সব ঘটনার পেছনে আবার মুল বিষয়টা এড়িয়ে নারীদের পোশাক-আশাকের বিষয়টাকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। 'শরীয়ত মোতাবেক' কাপর-চোপর পড়লে এ ধরনের ঘটনা কমে যাবে বলে তাদের ধারণা। কিন্তু আমি দীর্ঘদিন ধরে এই সিঙ্গাপুরে থেকে দেখেছি, এখানে স্বল্প বসনের কারণে এখানে কেউ দৈহিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছে না। যথার্থ Sex education নিয়ে গড়ে উঠলে পোষাকের ব্যাপারটা আসলেই গৌন হয়ে যায়।

যা হোক, আমার এই প্রবন্ধটি শেষ করছি এখানে। তার আগে কবিগুরু আর বিদ্রোহী কবির দুটি 'অশ্লীল' কবিতার অংশবিশেষ। হয়ত পাঠক/পাঠিকাদের ভাল লাগবে।

'প্রতি অংগ কাঁদে মোর প্রতি অংগ তরে,
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন;
হৃদয় আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে' (*দেহ মিলন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*)

****

'যেদিন স্রষ্টা বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি কাম,
সেদিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে আমি আসিলাম।
আমি কাম, তুমি হলে রতি
তরুন-তরুনী বুকে তাই আমাদের অপরূপ গতি!' (*নজরুল*)

****

পাঠকদের সুসাস্থ্য কামনা করছি।
October 13, 2003